প্যারা গেমসে তিরন্দাজিতে দেশকে সোনা দিলেন হরবিন্দর

জাকার্তা, ১০ অক্টোবরঃ এশিয়ান প্যারা গেমসের পঞ্চমদিনে তিরন্দাজির হাত ধরে ভারতের ঘরে এল সপ্তম সোনা। পুরুষদের ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দিলেন হরবিন্দর সিং। তিরন্দাজির পাশাপাশি এদিন ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকেও দুটি পদক এল ভারতের ঝুলিতে। পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ের এফ ১১ বিভাগে রুপো জিতলেন মনু ঘাংগাস। অন্যদিকে পুরুষদের এফ ৪৬ বিভাগে শট পুটে ব্রোঞ্জ জিতলেন মহম্মদ ইয়াসের। দুই পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে সমস্যা। ভাল করে দাঁড়াতে পারেন না। হাটাহাটি, ছোটাছুটির তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু দাঁড়িয়ে বা বসে নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদ করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শরীরের বাধা কখনওই তাঁর মনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মনের জোরেই শরীরের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এবার দেশের নাম আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বর্ণাক্ষরে লিখে এলেন হরভিন্দর সিং। জাকার্তায় আয়োজিত এশিয়ান প্যারা গেমসের তিরন্দাজিতে সোনা জিতেলেন

এই পাঞ্জাব তনয়। সোনা জয়ের পথে চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৬-০ ব্যবধানে হারান এই ভারতীয় তিরন্দাজ। প্যারা গেমসে এই বিভাগে মূলত অংশগ্রহণ করে থাকেন প্যারাপ্লেজিয়া, ডিপ্লেজিয়া আক্রান্ত প্রতিনিধিরা। এছাড়া হুইলচেয়ারে বসেও এই বিভাগে অংশগ্রহণ করে থাকেন অ্যাথলিটরা। তিরন্দাজির ক্ষেত্রে এসটি ক্যাটেগরি মূলত সেই সকল অ্যাথলিটদের জন্য, যাদের প্রতিবন্ধকতা তুলনামূলক কম। এই বিভাগে তিরন্দাজরা হুইলচেয়ার ছাড়াই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সক্ষম। হরভিন্দর ডব্লিউটুএসটি ক্যাটেগরিতে নেমেছিলেন। ডব্লিউটু ক্যাটেগরি তাঁদের জন্য যাঁরা হুইলচেয়ার ছাড়া তিরন্দাদিতে নামতে পারেন না। অর্থাৎ যাঁদের হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের বাকি অংশ অসাড়। এসটি ক্যাটেগিরতে যাঁরা অংশ নেন তাঁদের পায়ে সমস্যা থাকলেও হুলচেয়ারের দরকার পড়ে না। ডিসকাস থ্রোয়ে এদিন ইরানের প্রতিদ্বন্দ্বীর ঠিক পিছনেই শেষ করেন ঘাংগাস। ৩৫.৮৯ মিটার দূরত্ব ছুঁড়ে ডিসকাস থ্রোয়ের এফ ১১ ক্যাটেগরিতে রুপো জিতে নেন তিনি। এই ক্যাটেগরি মূলত বরাদ্দ দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের জন্য। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পথে শট পুটে এদিন ১৪.২২ মিটার দূরত্ব ছোঁড়েন মহম্মদ ইয়াসের। পুরুষদের এফ ৪৬ বিভাগে এদিন ব্রোঞ্জ জিতে নেন তিনি।

‘শতরান দেখতে লারাকে চাই, আর জীবনের জন্য ব্যাটিংয়ে চাই সচিনকে’

সিডনি, ১০ অক্টোবরঃ এক সময় তাঁরা ছিলেন প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। একজন ছিলেন তাঁর সময়ের সেরা স্পিনারদের অন্যতম। আর অন্যজন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। একজনের ঝুলিতে রয়েছে এক হাজারের ওপরে আন্তর্জাতিক উইকেট। আর অন্যজন, ক্রিকেট জগতের একমাত্র নক্ষত্র, যাঁর ঝুলিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একশো শতরানের রেকর্ড। প্রথম জন হলেন অজি কিংবদন্তী শেন ওয়ার্ন, আর দ্বিতীয় জন প্রবাদপ্রতীম সচিন

তেন্ডুলকর। ওয়ার্ন খেলা ছেড়েছেন ২০০৭ সালে। আর সচিন ক্রিকেটকে ‘গুড বাই’বলেছেন ২০১৩ সালে। এত দিন পরও সচিন স্বপ্নে বুঁদ শেন। আত্মজীবনী ‘নো স্পিন’-এ এই স্পিন জাদুকর কোনও রাখঢাক না করেই যে দুই ব্যাটসম্যানের মাথায় শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট তুলে দিয়েছেন, তার মধ্যে একজন হলেন ব্রায়ান লারা এবং অন্যজন সচিন রমেশ তেন্ডুলকর। ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তীকে নিয়ে শেনের মত, টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনে যদি কেউ শতরান দেখতে চান আমি লারাকেই পাঠাব। আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সচিনকে আরও উঁচু আসনে বসিয়ে ওয়ার্ন লিখেছেন, আমার জীবনের জন্য দিন রাত ব্যাট করতে হলে সচিনকেই চাইবেন তিনি। প্রসঙ্গ, সচিনের প্রতি এমন আস্থা কেবল শেন ওয়ার্নের একার রয়েছে এমনটা নয়। বিশ্ব ক্রিকেট যাকে ‘দ্য ওয়াল’ নামে বন্দনা করে, সেই মিস্টার ডিপেন্ডেবল রাহুল দ্রাবিড়ও চোখ কান বুজে আস্থা রেখেছেন সচিনেই। সম্প্রতি তিনি তাঁর জীবনের জন্য ব্যাট করার জন্য কামনা করেছেন সচিনকেই।

আফগানিস্তান ম্যাচে ধোনি অধিনায়ক হওয়ায় খুশি হয়নি নির্বাচকরা!

মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ এশিয়া কাপে আচমকা মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অধিনায়ক হিসেবে ফিরিয়ে আনায় ক্ষুব্ধ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একাংশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিসিসিআই কর্তা ইন্ডিয়া টুডে’কে জানিয়েছেন, যেভাবে অধিনায়ক পরিবর্তন করা হচ্ছে, তাতে নির্বাচকরা খুশি নয়। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ করে দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ককে একই সঙ্গে বিশ্রাম দেওয়া হল। রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানের পরিবর্তে অধিনায়ক করা হল মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। প্রসঙ্গত, এশিয়া কাপে ভারত বনাম আফগানিস্তান ম্যাচে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও সহ-অধিনায়ক শিখর ধাওয়ানকে বিশ্রাম দিয়েছিল দল। পরিবর্তে ওই ম্যাচে ভারতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বকাপ জয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে। একই সঙ্গে দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল নবাগতদেরও। সেটা ছিল ধোনির জীবেনর ২০০ তম ওয়ানডে, যেখানে অধিনায়কত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তবে ওই ম্যাচে আফগানদের বিরুদ্ধে জয় অধরাই থাকে ভারতের। না হারলেও কাবুলিওয়ালার দেশের সঙ্গে ড্র করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে ভারতকে। উল্লেখ্য, ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচে জয় না পেলেও অপরাজিত থেকেই এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতই। আরব আমির শাহিতে বাংলাদেশ’কে হারিয়ে সপ্তমবারের জন্য এশিয়া কাপ ট্রফি নিজেদের ঘরে তুলেছে ভারত।

নেইমার-এমবাপের রসায়নে একঘরে কাভানি

প্যারিস, ১০ অক্টোবরঃ আক্রমণের ত্রিফলা হিসেবে সেরা কারা? গত মরসুমে লিভারপুল আর পিএসজির মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছিল। এ মরসুমে লিভারপুলের ফলার ধার টের পাওয়া যাচ্ছে না। তিন ফলাতেই কেমন যেন মরিচা ধরেছে। অন্যদিকে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে পিএসজির ‘ত্রিফলা’ জুটি। মরসুমের এক-চতুর্থাংশ পেরোনোর আগেই নেইমার, এমবাপে ও কাভানি মিলে ২৭ গোল দিয়ে ফেলেছেন। প্রশ্নাতীতভাবেই বিশ্বের সেরা আক্রমণ ত্রয়ী

এখন পিএসজির দখলে। না, ভুল হলো। ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যমের দাবি, ফ্রেঞ্চ জায়ান্টদের আক্রমণভাগ এখন দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে এডিনসন কাভানি, অন্যদিকে আক্রমণের একই বৃন্তে দুটি কুসুম হয়ে ওঠা নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপে। এই মরসুমে তিনজনের খেলার ধরনেই সেটা স্পষ্ট। টমাস টুখেলের অধীনে এমবাপে ও নেইমারই প্রাধান্য পাচ্ছেন বেশি। নিষেধাজ্ঞার জন্য বেশ কয়েকটি ম্যাচ অনুপস্থিত ছিলেন এমবাপে। তবু কোচ টুখেলের দলে প্রতিদিন জায়গা হয়নি কাভানির। ৭ ম্যাচে ৬ গোলের পরিসংখ্যান বলছে দারুণ ফর্মে আছেন কাভানি। বাস্তবতা হলো, পিএসজিতে বড় খারাপ সময় যাচ্ছে উরুগুয়ের এই ফুটবলারের। ফ্রেঞ্চ সংবাদপত্র লেকিপ জানিয়েছে, কাভানি নিঃসঙ্গ বোধ করছেন, তাঁর ধারণা তাঁকে সমর্থন দিচ্ছে না কেউ। পত্রিকাটির দাবি, নেইমার ও এমবাপ্পের কারণে দিন দিন ক্লাবে একঘরে হয়ে পড়েছেন ক্লাবটির রেকর্ড গোলদাতা। এ কারণে নাকি ইদানীং গোল করার পর উদ্‌যাপনের আগ্রহও পাচ্ছেন না। যেখানে নেইমার ও এমবাপে দিন দিন মাঠের সম্পর্ককে ব্যক্তিজীবনেও টেনে নিচ্ছেন, সেখানে দিন দিন আরও দূরে সরে যাচ্ছেন কাভানি। গত মরসুমে পেনাল্টি নেওয়া নিয়ে কাভানি-নেইমার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়েছিলেন নেইমার। এরপর আর কাভানির সঙ্গে সম্পর্কে কোনো উন্নতি হয়নি নেইমারের। এ মরসুমে খেলাতেও এর প্রভাব পড়েছে। নেইমার মাঠে যত পাস দেন, তার ২৫ ভাগই যায় এমবাপের দিকে। আর এমবাপের ৩১ ভাগ পাসই নেইমারমুখী। ওদিকে নেইমার মাত্র ০.৫ শতাংশ পাস পাঠান কাভানির দিকে। এমবাপ্পে অবশ্য একটু উদার। ৫ ভাগ পাস দিচ্ছেন কাভানিকে। এর ফলেই ৭ ম্যাচে ১০ গোল এমবাপের, ১১ ম্যাচে ১১ গোল নেইমারের। এ দুজনের এমন রসায়নের মাঝেও কাভানি যে ৬ গোল পেয়েছেন, এটাই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। মরসুমের শুরুতেই শোনা গিয়েছিল, কাভানিকে আর সতীর্থ হিসেবে চান না নেইমার। মাঠে নেইমার-এমবাপের রসায়ন এবং লিঁওর বিপক্ষে কাভানি নেমে যাওয়ার পর এমবাপের ৪ গোলের পর উরুগুয়ের ফরোয়ার্ডের প্যারিস বাস কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে প্রশ্ন থাকছেই।

ওয়ান ডে সিরিজে ধোনির পরিবর্ত হতে পারেন পন্ত

মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ ২০১৯ বিশ্বকাপের পরই সম্ভবত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। কিন্তু তার আগেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে চাপে রাখতে চলেছেন নির্বাচকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে ধোনিকে বিশ্রাম দিয়ে ঋষভ পন্তকে দলে নিয়ে পারে প্রসাদ অ্যান্ড কোং। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দলকে নেতৃত্ব দিলেও ওয়ান ডে সিরিজে বিরাট কোহলিকে বিশ্রাম দিতে পারেন নির্বাচকরা। অর্থাৎ এশিয়া কাপের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে ভারতকে নেতৃত্ব দিতে পারেন রোহিত শর্মা। প্রথম তিন ম্যাচ না পুরো সিরিজের জন্য দল বাছা হবে তা এখনও অনিশ্চিত। হায়দরাবাদের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টের পর ২১ অক্টোবর থেকে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সবশেষে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, ‘আমরা প্রত্যেকেই জানি ধোনি ২০১৯ বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলবে। কিন্তু এর মধ্যে পন্তকে গ্রুমিং করাটা কোনও সমস্যার নয়। কারণ ৬ ও ৭ নম্বরে ব্যাটটা করতে নেমে ম্যাচ শেষ করার ক্ষমতা রয়েছে পন্তের মধ্যে।’ সম্প্রতি ইংল্যান্ড সফর এবং এশিয়া কাপে উইকেটের পিছনে ধোনির গ্লাভস হাতে সফল হলেও ব্যাট হাতে প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ। তাই পন্তকে ধোনির ব্যাক-আপ হিসেবে এখন থেকেই ভাবা হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে টিম ম্যানেজমেন্ট ও

এবার রানাতুঙ্গার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ভারতীয় বিমানকর্মীর

মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ ‘মি টু’র ছায়া ক্যাম্পেনের জেরে এবার বিপাকে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনয়াক তথা বর্তমান মন্ত্রী অর্জুনা রণতুঙ্গা। অর্জুনের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছেন এক ভারতীয় বিমানকর্মী। একটি ফেসবুক পোস্টে ওই বিমানকর্মী দাবি করেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ চলাকালীন একটি হোটেলে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। ওই বিমানকর্মীর অভিযোগ ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ চলাকালীন একদিন হঠাৎ মুম্বইয়ের জুহুর একটি বিলাসবহুল হোটেলে তাঁর ও তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ক্রিকেটারদের। তাঁরা অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য ক্রিকেটারদের ঘরে যান। একে একে সব ক্রিকেটারের ঘরেই যান তাঁরা। ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাঁদের যথেষ্ঠ সম্মানের সঙ্গেই অটোগ্রাফ দেন। কিন্তু রণতুঙ্গার ঘরে গিয়েই বিপত্তি বাধে। তরুণীর অভিযোগ রণতুঙ্গার ঘরে সেসময় ৭ জন ছিলেন। তাঁরা মদ্যপান করছিলেন। দুই তরুণী প্রবেশ করলে তাদেরও মদ্যপানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অভিযোগকারী মহিলার বান্ধবী সেই প্রস্তাবে সম্মত হলেও তিনি নিজে সম্মত হননি। এরই মধ্যে সাত ক্রিকেটারের মধ্যে কোনও একজন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেন। অভিযোগারী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে হঠাত করে পিছন থেকে নির্যাতিতাকে জাপটে ধরেন প্রাক্তন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক। এরপরই মহিলার শরীরের একাধিক স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ। ফেসবুক পোস্টে মহিলা জানিয়েছেন, রণতুঙ্গার আচরণে প্রথমে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। পরে ধাতস্থ হয়ে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়কের পায়ে লাথি মারেন এবং তাঁকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে ছুটে রিসেপশনে পালিয়ে যান। হোটের কর্তৃপক্ষকে ঘটনার কথা জানানো হলেও নাকি তাঁরা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। রিসেপশনিস্ট জানান, এটা সম্পূর্ণই আপনার ব্যক্তিগত ব্যপার, এতে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। ‘মি টু’র ক্যাম্পেনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মহিলারা তাদের বিরুদ্ধে হওয়া যৌন হেনস্তার অভিযোগ প্রকাশ্যে আনছেন। ইতিমধ্যেই এম জে আকবর, অলোক নাথ, নানা পাটেকর, বিবেক অগ্নিহোত্রী, বিকাশ বহেল, রজত কাপুরদের মতো ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে উঠেছে হেনস্তার অভিযোগ। এর আগে ব্যাডমিন্টন তারকা জোয়ালা গুট্টাও একই অভিযোগ করেছে। ‘মি টু’র ক্যাম্পেনকে সমর্থন করেছেন আরেক ব্যাডমিন্টন তারকা পি ভি সিন্ধুও।

বেঙ্গালুরু-মুম্বই ফ্লাইট, সাংবাদিক-ভক্তের সঙ্গে নাটকীয় আলাপনে কুম্বলে

মুম্বই, ১০ অক্টোবরঃ এমনটা সচরাচর হওয়ার কথা নয়। সাংবাদিকের সামনে বসে রয়েছেন কোনও সেলেব্রিটি! আর সাংবাদিক তাঁর উপর ঝাঁপয়ে পড়ে ইন্টারভিউ চাইছেন না! তবে সাংবাদিকতা পেশাতেও হয়তো ব্যতিক্রমী বলে একটা শব্দ থাকে। পেশাগত সত্ত্বা জাহির করে সবাই সব সময় গায়ে পড়া মানসিকতা দেখাতে পারেন না। ঠিক এমনই ব্যতিক্রমী হয়েছিলেন সোহিনী মিত্তর। পাশে কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার অনিল কুম্বলে বসেছিলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁর সঙ্গে কথাটুকু বলতে পারছিলেন না সোহিনী। বেঙ্গালুরু-মুম্বই ফ্লাইট। একইসঙ্গে ট্রাভেল করছিলেন সোহিনি ও কুম্বলে। ফ্লাইট টেক-অফ করার আগেই সোহিনী একটা টুইট করেন-‘‘কিংবদন্তি অনিল কুম্বলে আমার সঙ্গে কই ফ্লাইটে ট্রাভেল করছেন! আমি ওনাকে একবার দেখলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচটার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। সেই ম্যাচে চোয়াল ভেঙে যাওয়ার পর ব্যান্ডেজ বেঁধেই খেলেছিলেন তিনি। ক্রিকেট স্মৃতি আমাকে এত তাড়া করে বেড়ায় কেন!’’ ঠিক তাঁর কিছুক্ষণের মধ্যেই সোহিনীর আরও একটা টুইট, ‘‘আমি এগিয়ে গিয়ে অনিল কুম্বলে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিন্তু পারছি না। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।’’ আর পাঁচজন ক্রিকেট-ভক্ত যা করনে সোহিনীও তাই করলেন। নিজের দুটো টুইট-এ কুম্বলেকে ট্যাগ করলেন। তিনি হয়তো আশাও করেননি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুম্বলে সেই টুইট পড়ে ফেলবেন। বাস্তবে যেটা ভাবেননি, সেটাই হল। কুম্বলে তাঁকে জবাব দিলেন, ‘‘নিসংকোচে আমার কাছে আসতে পারো। ফ্লাইট টেক-অফ করার পর এসে আমাকে হাই বলে যেও।’’ এর পর সোহিনী যেন হাত চাঁদ পাওয়ার মতো প্রতিক্রিয়া দিলেন। প্রায় ঝড়ের গতিতে টুইট করে কুম্বলেকে জানালেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তাঁর সামনে চলে আসবেন। শেষমেশ সোহিনীর বোর্ডিং পাসে কুম্বলে অটোগ্রাফ দিলেন। সোহিনী এর পর লিখলেন, ‘‘এই বোর্ডিং পাস আমাকে বাঁধিয়ে রাখতে হবে। স্বপ্নপূরণ।’’

নারীকে অসম্মান! ট্রোলড কোহলি

নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবরঃ মহিলা টেনিস খেলোয়াড়ের থেকে নিজেকে বেশি উঁচু দেখাতে টুল ব্যবহার করে বিতর্কে বিরাট কোহলি। সম্প্রতি সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল একটি ছবিকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত। তাতে দেখা যাচ্ছে ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির বিরাট কোহলি ৫ ফুট ১১ ইঞ্চির করমন কউরের সঙ্গে ’হাইট ম্যাচ’ করতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটি

টুলের ওপর। টুইটার জনতা ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ককে প্রশ্ন করছেন, করমন একজন পুরুষ ক্রীড়াবিদ হলে কি এমনটা করতেন তিনি? বিরাটকে করমনের থেকে খাটো দেখালেই বা কী ক্ষতিবৃদ্ধি হত? কেন ২০ বছর বয়সী টেনিস তারকা করমন কউরের সঙ্গে দৈর্ঘ্যে সমান সমান হতে টুল ব্যবহার করত হল আপনাকে? ধরে নিলাম আয়োজকদের অনুরোধেই এই কাজ করেছেন, তারপরও আপনি কেন ভাবলেন না, এতে একজন নারীকে অবচেতনেই অসম্মান করছেন আপনি। টুইটার জনতা বিরাটের এই আচরণের সমালোচনা করে বলছে, ‘ভারত এমনই। এখানে একজন নারী বিশ্বজয় করে ফিরলেও সে পুরুষের সমান সম্মান পায় না’। প্রসঙ্গত, দিল্লির তরুণী করমন তাঁর মেয়েবেলা থেকেই টেনিস ভক্ত। পরে সেই খেলাই তাঁকে বিশ্ব পরিচিতি এনে দেয়। ২০ বছরের করমন কউর ইতিমধ্যেই জিতে নিয়েছেন একাধিক টেনিস প্রতিযোগিতা। টেনিস সার্কিটে এই মেয়ের নামডাকও আছে। সম্প্রতি একটি ঘড়ি নির্মাণকারী সংস্থার প্রচারে এসেছিলেন এই টেনিস তারকা। সেখানে তাঁর হাতে ঘড়ি পরিয়ে দিতে দেখা যায় খোদ বিরাটকে। তারপরই ছবি তোলার সময় যে ঘটনাটা ঘটে, তাতে নিঃ সন্দেহেই মুখ পুড়েছে বিরাটেরই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 9874301615